ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Study Material – 3

Subject: Bengali **শ্রেণী নবম** **Date: 06-May-20**

পাঠ - নোঙর - কবি অজিত দত্ত

লেখক পরিচিতি:

অজিত দত্ত ১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।পড়াশুনা শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অস্থায়ী পদে যোগদান করে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতা রিপন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ স্কুল ছেড়া তেনা রিপন কলেজে যোগদান। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত অফিসার পদে কাজ করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২১ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন।১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ কুসুমের মাস প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী গুলি হল পাতালকন্যা, নষ্ট চাঁদ, পুনর্ণবা, ছড়ার বই ছায়ার অল্পনা ,জানালা, শাদা মেঘ কালো পাহাড় প্রভৃতি। আমাদের আলোচ্য নগর কবিতাটি তার শাদা‘ মেঘ কালো পাহাড় কাব্য’গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিষয় সারসংক্ষেপ:

কবি অজিত দত্তের সুদূরের পিয়াসী মন সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে চায়।কিন্তু কবির সে স্বপ্ন যাত্রা সফল হয়নি তার কল্পনার নৌকা বাঁধা পড়ে গেছে বাস্তবের কিনারায়। তাই সুদূরের ডাকে চঞ্চল হয়ে উঠল কবি সংসারের দায়-দায়িত্ব আর মায়া জালকে ছিন্ন করে চলে যেতে পারেন না। তার জীবন তরী আটকে থাকে বাস্তবের তটে। তুমি সারারাত বুঝার চেষ্টা করেন বাস্তবে বন্ধন ছিঁড়ে স্বপ্নের সাগরে নৌকা ভাসাতে। ব্যর্থ কবির জীবনে নেমে আসে ভাটার টান।কবি প্রচণ্ড চেষ্টা করে রাত ভোর দাঁড় টানা কিংবা মাস্তুলে পাল বাঁধা কোনোটাই সফল হয়না। নোঙর গতিময় জীবনের বাধা বন্ধ গুলোর প্রতীক। আর জোয়ার-ভাঁটা এই কবিতায় হয়ে উঠেছে জীবনের নানান উত্থান-পতনের প্রতীক। জীবনের যা কিছু সম্পদ স্বপ্ন সম্ভার নিয়ে কবির অচেনা পথে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন যেন স্বপ্ন হয়ে থেকে গেছে কবির জীবনে। সাংসারিক কবি মন কখনোই সংসারের মায়া কাটিয়ে উঠে পাড়ি দিতে পারেননা অচিনপুরের পথে। না পারার যন্ত্রণা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে ওঠে কবির হৃদয়ে।তার এই বৃথা চেষ্টা কে বিদ্রুপ করে বয়ে যায় কালের স্রোত। ব্যর্থ কবি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করেন দিশাহীন জীবনের দিক নির্ণয় করতে।মুক্তিকামী কবির সংসার জীবনে বাধা পড়ার যন্ত্রণাকে কবি নৌকার রূপকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার অপূর্ণ স্বপ্নের বেদনাকে।

শব্দার্থ:

নোঙর: শিকল বা কাছির সঙ্গে বাঁধা লোহার অঙ্কুশ বিশেষ
সিন্ধু :সমুদ্র তট
আহরণ :সংগ্রহ
জোয়ার: সূর্য বা চাঁদের আকর্ষনে জলরাশি ফুলে ওঠা
ভাটা :সূর্য বা চাদের বিকর্ষণে জলরাশি কমে যাওয়া

তরী: নৌকা
মাস্তুল: নৌকার সামনে পাল লাগাবার খুঁটি
কাছি:দড়ি
নিক্ষেপ :ফেলে দেওয়া
নিশানা :লক্ষ
বিরামহীন: বিশ্রামহীন

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ধর্মী প্রশ্নাবলী:

১/কবি কোথায় পাড়ি দিয়েছিলেন সেযাত্রা কিভাবে বন্ধ হয়েছিল?

উঃ অজিত দত্তের লেখা 'নোঙর'কবিতায় কবি দূর সিন্ধুপারে পাড়ি দেওয়ার কথা বলেছেন কল্পনা বিলাসী কবি নৌকা বেয়ে সাত সাগরের পারে কল্পলোকে যাত্রা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু বাস্তবে র তটে নোঙর পড়ে যায়। বাস্তবে র বন্ধনকে ছিন্ন করে কবিতার কল্পনাতে যাওয়া হয়না।

২/'নোঙর' গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে"। এখানে কবির আক্ষেপ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা লেখ।

উঃ কবি সুদুরের পিয়াসি তার মধ্যে যে চঞ্চল মন আছে যেটি অজানা-অচেনা উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে চায় দূর সমুদ্র পারে কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি নানা কর্মের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছেন। সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্যে তাঁর দৈনন্দিন জীবন বাঁধা। কবির রোমান্টিক মন সংসারের থেকে মুক্তি পেয়ে ছুটে যেতে চায় স্বপ্ন-কল্পনার মায়াবী জগতে ।কিন্তু মন চাইলেও বাস্তবকে উপেক্ষা করে সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না কবির।

৩/"সারারাত মিছে দাঁড় টানি।" দাঁড় টানা কে কবির মিছে বলে মনে হয় কেন?

উঃ যে স্বপ্নময় রূপকথার দেশের কল্পনা কবির মনকে প্রতিমুহূর্তে চঞ্চল করে তোলে বাস্তবে কবির পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়না। তবু কবির সুদূরের পিয়াসী মন আশায় বুক বেঁধে সারারাত ধরে কল্পনার জাল বুনে চলে। কিন্তু ক
কবির সচেতন সত্তা জানে নোঙর' গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে'। জীবনের নৌকা দায়িত্বপূর্ণ কর্মমুখর সংসারে বাধা পড়েছে। সে নৌকা চলবে না ,তাই দাঁড় টানা বৃথা।

৪/"আমার বাণিজ্য তরী বাঁধা পড়ে আছে।" - বাণিজ্য তরীর প্রসঙ্গ কেন এসেছে বুঝিয়ে দাও

উঃ বাণিজ্য বা ব্যবসার সঙ্গে লাভ-লোকসানের বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে। জীবিকার জালে আটকে পড়েছে আমাদের জীবন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সওদাগররা বাণিজ্যতরী নিয়ে পাড়ি দিতেন দূর দেশে। পণ্যের আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে সংস্কৃতিরও আদান-প্রদান চলত। কবি সাধারণ সদাগর নন, তাই তার তরীতে রয়েছে সাহিত্যসম্ভার। সেই স্বপ্ন-কল্পনা-সাহিত্য ভরা তরী নিয়ে কবি পাড়ি দিতে চান সাত সমুদ্র পারে, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে চান তাঁর সৃষ্টিকে। তাই এখানে বাণিজ্যতরী প্রসঙ্গ এসেছে।

৫/"নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ নৌকা চিরকাল।" - নৌকা কেন চিরকাল নোঙরের কাছিতে বাঁধা?

উঃ মানুষ মূলত সামাজিক ও সাংসারিক জীব। সমাজ সংসারের কর্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে সে সব সময় জড়িয়ে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন কর্মময়। বাস্তবের সংঘাতে জীবনের অনেক স্বপ্ন-কল্পনাই অপূর্ণ থেকে যায়। কবির জীবনও বাস্তব সংসারের বন্ধনে চিরকাল বাঁধা । কিন্তু সৃষ্টিশীল মানুষের একটা কল্পনাপ্রবণ মন থাকে - যে মন বারবার বাস্তবের বন্ধন ছিন্ন করে দূর অজানায় পাড়ি দিতে চায়। কবির জীবন তরী সংসারের তটের কিনারে বাস্তবের দায়িত্ব-কর্তব্যের নোঙরে চিরকাল বাঁধা।

৬/"স্রোতের বিদ্রূপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে।" – "স্রোতের বিদ্রূপ" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উঃ কবি নৌকা নিয়ে দূর সমুদ্রপারে পাড়ি দিতে চান। কিন্তু তাঁর সেই নৌকো তটের কিনারে নোঙরে বাঁধা পড়ে গেছে। কবির মন বাঁধা অগ্রাহ্য করে দাঁড় নিক্ষেপ করে চলে। প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে যে শব্দ ওঠে তারা যেন স্রোতের ঠাট্টা-উপহাস। স্রোত গতিশীল কিন্তু কবির জীবন তরী আটকা পড়ে আছে। কবি চাইলেও সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করে সুদূরের আহবানে নৌকো ভাসাতে পারছেন না। তাই এই স্রোত কবির স্থিতিশীলতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করে চলে।

Teacher's Name: Antara Ghosh